সংবাদ

24 OCT 2002

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভেবে দেখবেন কি? একজন শিক্ষকের বেতন মাত্র ৫শ' টাকা!

১৯৯৩/৯৪ খ্রি. প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নকল্পে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক সারাদেশে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট কয়েক হাজার কমিউনিটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল এবং তৎকালীন থানা নির্বাহী কর্মকর্তা যোগ্য শিক্ষিত ব্যক্তিদের মেধা যাচাইপূর্বক শিক্ষক/শিক্ষিকা হিসেবে নিয়োগ দান করেছিলেন। আমি তখন একটি কমিউনিটি বিদ্যালয়ে ১৯৯৫ খ্রি. থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে অদ্যাবধি কাজ করে আসছি। শিক্ষামন্ত্রণালয়ের চিঠিতে উল্লেখ ছিল শ্রেণীকক্ষ তথা ক্লাস বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেতনভাতাও বৃদ্ধি করা হবে; কিন্তু দেখা যায় শ্রেণীকক্ষ পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করা হয়েছে এতে কাজের পরিধিও বেড়েছে, এমনকি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ন্যায় কমিউনিটি বিদ্যালয়ের সময়সূচি, সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ, পিটিআই প্রশিক্ষণ, উপবৃত্তি প্রকল্প ইত্যাদি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অথচ আজ প্রায় ৮ বছর ধরে বেতন-ভাতা সেই ৫শ' টাকাই রয়েগেছে। পৃথিবীর কোথাও ৫শ' টাকা বেতনের শিক্ষক/শিক্ষিকা কর্মরত আছে কি-না, তা আমাদের জানা নেই। গত সরকারের আমলে বেতন বৃদ্ধির আন্দোলন করলেও অবস্থার উন্নতি হয়নি। আপনি নির্বাচনী ইশতেহারে বলেছিলেন, সব বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষার বৈষম্য দূর করবেন। আপনার সরকার দ্বিতীয় বছরে পা দিচ্ছে। দ্বিতীয় বছরের শিক্ষা উন্নয়নের পাশাপাশি কি আমরা কমিউনিটি শিক্ষক/শিক্ষিকারা আমাদের ন্যায্য পাওনা পাব? দয়া করে হাজার হাজার কমিউনিটি শিক্ষক/শিক্ষিকার কথা একটিবার ভাবুন এবং তাদের পরিবার-পরিজনদের মানবেতর জীবনযাপন থেকে রক্ষা করুন।

জে. সুলতানা
প্রধান শিক্ষিকা
জামুদ কমিউনিটি বিদ্যালয়
পূর্বধলা, নেত্রকোনা।